বিভাজন

সম্পত্তি ছেলে-মেয়েকে সমান ভাগে দিলেন অমিতাভ

৮

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
৫.০০ টাকা
*
বড়জোড়া সংস্করণ
শনিবার | ২ ডিসেম্বর ২০২৩

অধিনায়ক

টি২০ বিশ্বকাপেও রোহিতকে ক্যাপ্টেন দেখতে চান সৌরভ

৯

পরিষ্কার আকাশ
সর্বনিম্ন ২১°/৩১° সর্বাধিক
১০ পাতা

‘বাঁচতে কলা, বাদামের খোসাও খেয়েছি...’

সুড়ঙ্গ থেকে ঘরে মানিক, উচ্ছ্বাস কোচবিহারে

■ কোচবিহারের বলরামপুরের বাড়িতে ফেরার পর মানিককে ঘিরে উচ্ছ্বাস পরিবার ও প্রতিবেশীদের। শুক্রবার। —প্রতিদিন চিত্র

বিক্রম রায়
কোচবিহার

কখনও ফেলে দেওয়া কলার খোসাই ধুয়ে খেয়েছেন। আবার কখনও স্রেফ বাদামের খোসা চিবিয়েই পেট ভরাতে হয়েছে। একরাশ আতঙ্ক বুকে নিয়ে সুড়ঙ্গের অতলে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থমকে থাকা প্রতিটি দিনই যেন তখন দুঃস্বপ্ন! বেঁচে ফেরার আশাই যখন প্রায় দুরাশা, তখনই টানা সতেরো দিনের মাথায় বদ্ধ সুড়ঙ্গ থেকে মুক্তি পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন চল্লিশের কোঠার মানিক তালুকদার। আর তার ঠিক তিনদিনের মাথায় এ যেন তাঁর নবজন্ম! কোচবিহারের যে মাটিতে আশৈশব বেড়ে ওঠা, বলরামপুরের সেই চাকাডেরা গেন্দারপারেই শুক্রবার মানিকের পা পড়ল সম্পূর্ণ অন্য আবহে। অনেকদিনের চেনা সেই মানুষটাকেই ঢাকঢোলের জগঝম্প আর উলু-শঙ্খে নতুন করে বরণ করে নিতে ভেঙে পড়ল গোটা গ্রাম। ঘনঘন উড়ে এল ফুল, মালা। মিষ্টিমুখের উচ্ছ্বাস চারিয়ে গেল তল্লাটময়। দীর্ঘ অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবশেষে স্বজনদের পরশ পেয়ে উচ্ছ্বাসে আকণ্ঠ ভাসলেন মানিক নিজেও। রীতিমতো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন ঘরে ফেরার আনন্দ।

কেমন ছিল সুড়ঙ্গে বন্দি সেই সব দিন? কীভাবে কাটত আশঙ্কাময় দিন-রাত? দুঃস্বপ্নের সেই দিনগুলিই এদিন ঘরে বসে ফিরে দেখছিলেন মানিক তালুকদার। বলছিলেন, একটানা ১৮ ঘণ্টা সবরকম যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। সহায় বলতে ছিল বিদ্যুৎ সংযোগ এবং পানীয় জল। অবশেষে যখন প্রশাসন যোগাযোগ করতে পারল, তখন সকলেরই মনে আসা জাগল, এবার হয়তো বেঁচে যাব! তারপর শুরু হল অপেক্ষা। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। মানিকের কথায়, ‘‘নিজেদের শান্ত রাখতে একসঙ্গে বসে গল্প করতাম। কাগজ ছিঁড়ে চোর-পুলিশ খেলা থেকে শুরু করে পাথর দিয়ে ১৬ ঘুঁটি খেলেও সময় কাটিয়েছি।’’

উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে যে ৪১ জন শ্রমিক আটকেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন কোচবিহারের মানিক তালুকদার। শুক্রবার বিকেলে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দিল্লি থেকে বিমানে শিলিগুড়ির বাগডোগরায় পৌঁছন মানিক। সেখান থেকে গাড়িতে ব্লক প্রশাসন ও বলরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিক্রম অধিকারী তাঁকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সুড়ঙ্গে আটকে পড়ার স্মৃতি এখনও তাঁর মনে দগদগে, ‘‘সুড়ঙ্গের ভিতরে তখন কাজ চলছিল। হঠাৎ করে কয়েকজন বলেন, একদিকে ধস নেমেছে। কয়েকজনের বেরিয়ে যাবার সুযোগ ছিল।

নয়ের পাতায়

আজ ও কাল তৃণমূলের বিক্ষোভ

‘অচ্ছুৎ-অপবিত্র’, জনজাতি সমাজকে কুকথা শুভেন্দুদের

স্টাফ রিপোর্টার : বিধানসভা চত্বরে জাতীয় সংগীতের পর এবার আদিবাসীদের ‘অচ্ছুৎ ও অপবিত্র’ বলে ব্যঙ্গ ও অবমাননা করল বিজেপি। সংবিধানপ্রণেতা দলিত সমাজের প্রতিনিধি বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে টানা তিনদিন ধরে বাংলার বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূলের ধরনায় ছিলেন বীরবাহা হাঁসদা, জ্যোৎস্না মাণ্ডি, দেবনাথ হাঁসদার মতো আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি বিধায়করা। তৃণমূলের অন্য বিধায়কদের সঙ্গে এই সমস্ত আদিবাসী বিধায়করা মূর্তির নিচে বসায় ‘অচ্ছুৎ ও অপবিত্র’ হয়েছে বলে শুক্রবার বিজেপি বিধায়করা গঙ্গাজল দিয়ে ধুইয়ে দেন। বিজেপির এই আদিবাসী বিরোধী-অপমানজনক কর্মসূচির প্রতিবাদে আজ শনি ও কাল রবিবার রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ দেখাবে তৃণমূল কংগ্রেস। একই সঙ্গে নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত ‘কেন্দ্রের কাছে বাংলার নায্য পাওনার দাবিতে বুথে বুথে প্রতিবাদ মিছিল’ও করবেন তৃণমূল নেতা ও কর্মীরা। কলকাতা-সহ সমস্ত পুরসভার ওয়ার্ডেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করছে তৃণমূল। বিভিন্ন জেলায় আদিবাসী ইস্যুতে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্বে থাকবেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক, মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, দুই বিধায়ক জোৎস্না মাণ্ডি ও দেবনাথ হাঁসদারা।

জাতীয় সংগীতকে অবমাননার পর বিধানসভায় আম্বেদকর মূর্তির নিচে গঙ্গাজলে ধুইয়ে আদিবাসীদের অপমান করায় বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। বিধানসভায় পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বিধানসভা চত্বরে আদিবাসীদের অপমান করা বিজেপি সংসদীয় রাজনীতির কলঙ্ক। বিজেপি বাংলার পরিষদীয় রাজনীতিতে ঘৃণ্য সংস্কৃতি আমদানি করতে চাইছে। ওরা শুধু আদিবাসী বিধায়কদের অপমান করেনি, যাঁরা তাঁদের ভোট দিয়ে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন সেই গোটা জনজাতিকেই অপমান করেছে বিজেপি।’’ পাশে বসে তৃণমূল পরিষদীয় দলের উপ-মুখ্যসচেতক তাপস রায় বলেন, ‘‘বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কীভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সদস্যদের অসম্মান করা হয় এবং আদিবাসীদের উপর অত্যাচার চালানো হয় তা মধ্যপ্রদেশ-মণিপুরের ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে।’’ ধর্মতলায় বিজেপির সুপার ফ্লপ সভা থেকে নজর ঘোরাতে শুভেন্দু অধিকারীরা বিধানসভায় এই সব নাটক করছে বলে এদিন তোপ দাগেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। বলেন, ‘‘আজ আবারও বিজেপি প্রমাণ করে দিল যে তারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও জঙ্গল মহলের বাসিন্দাদের অসম্মান করে। এখনও পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারী তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেননি। আজ আবার বিধানসভা চত্বরে আদিবাসীদের অপমান করে বিজেপি বুঝিয়ে দিল, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে তাঁরা কী চোখে দেখে। বীরবাহা হাঁসদা ও দেবনাথ হাঁসদা ‘আমার জুতার তলায় থাকে’ বলে শুভেন্দু অধিকারী জঙ্গলমহলে দাঁড়িয়ে যে চরম অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন, তার জন্য অবিলম্বে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।’’

বিজেপির এদিনের আদিবাসী বিরোধী মানসিকতার কড়া নিন্দা করে

নয়ের পাতায়

এক ঝলক

অষ্টম অর্থ কমিশন ভোটের আগে নয়

■ নয়াদিল্লি : লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য অষ্টম বেতন কমিশন গড়ার কোনও পরিকল্পনা নেই নরেন্দ্র মোদি সরকারের। শুক্রবার কেন্দ্রীয় অর্থসচিব টি ভি সোমনাথন একথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। ২০২৩-এ বেতন কমিশন হওয়ার কথা ছিল।

সিবিএসই-তে আর নয় ডিভিশন

■ নয়াদিল্লি : সিবিএসই বোর্ড দশম ও দ্বাদশের ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্টে আর ডিভিশন বা মোট নম্বর উল্লেখ করবে না। পরীক্ষার্থীদের শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক নম্বর জানানো হবে। সেই নম্বরের ভিত্তিতেই পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী কোর্সে ভর্তি হতে হবে।

মিজোরামে গণনা একদিন পিছোল

■ নয়াদিল্লি : মিজোরাম বিধানসভা ভোটের ফল রবিবার গণনা করা হবে না। শুক্রবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রবিবারের পরিবর্তে সোমবার মিজোরাম ভোট গণনা হবে। রবিবারের বদলে সপ্তাহের অন্য কোনও কাজের দিনে ভোট গণনা চেয়ে মিজোরাম থেকে একাধিক স্মারকলিপি নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা পড়েছিল।

উপাচার্য : দ্রুত বৈঠকের নির্দেশ

■ নয়াদিল্লি : উপাচার্য নিয়োগের জট দ্রুত কাটাতে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর বেঞ্চ। চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করতে সব পক্ষের আইনজীবীদের একসঙ্গে বসার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

ডিএ : খারিজ দ্রুত শুনানির আর্জি

■ নয়াদিল্লি : মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ফের ধাক্কা খেল আন্দোলনরত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন তাঁরা। শুক্রবার সেই আর্জি খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

বিচারপতি সিনহার বিরুদ্ধে সিআইডি তদন্ত চলার নির্দেশ

নয়াদিল্লি : ক্ষমতার অপব্যবহার করে তদন্তে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ উঠেছিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বিরুদ্ধে। শীর্ষ আদালতে এক বৃদ্ধা অভিযোগ জানান, হাই কোর্টের বিচারপতি ও তাঁর আইনজীবী স্বামী তদন্তকারী সংস্থার উপর চাপ দিয়ে তদন্তে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করছেন। শুনানির পর তদন্তে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল কি না, রাজ্য সরকারকে মুখবন্ধ খামে তার রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। তদন্তে অগ্রগতি নিয়ে মুখবন্ধ খামে সেই রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেছেন রাজ্য সরকারের আইনজীবী।

শীর্ষ আদালতকে জানানো হয়েছে যে, ১৬০ নম্বর ধারায় বিচারপতির স্বামী তথা আইনজীবী প্রতাপ দে এবং বিচারপতির ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীকে নোটিস পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও তার জবাব মেলেনি। পাশাপাশি, হাই কোর্ট প্রাঙ্গণের সিসিটিভি ফুটেজের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু ফুটেজ নেই বলে তা দিতে অপারগ বলে জানিয়েছে হাই কোর্ট কর্তৃপক্ষ। সওয়াল শুনে ও রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সুপ্রিম কোর্ট তদন্তকারী সংস্থা সিআইডিকে আইন মেনে তদন্ত চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে মামলাটির ফের শুনানি হবে। সেদিন নতুন রিপোর্ট পেশের কথাও বলেছে সর্বোচ্চ আদালত। এদিন আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল করেন সিনিয়র আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে ও নীনা নরিম্যান। রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী সুনীল ফার্নান্ডেজ ও আস্থা শর্মা।

উল্লেখ্য, আইনসঙ্গতভাবে পৈতৃক সম্পত্তি পেলেও তাঁর দাদার পরিবার তা থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে বলে বৃদ্ধা অভিযোগ করেছিলেন। তাঁর আরও অভিযোগ, সে জন্য তাঁকে মারধরও করা হয়। যার প্রমাণ রয়েছে সিসিটিভি ফুটেজে। তিনি আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন। তাঁর আত্মীয়দের হয়ে মামলা লড়ছিলেন বিচারপতির স্বামী। বৃদ্ধার দাবি, স্ত্রীর পদমর্যাদা কাজে লাগিয়ে তদন্তে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেন আইনজীবী। বৃদ্ধার আরও অভিযোগ, বিচারপতির দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তদন্তকারী অফিসারকে। তাঁকে রীতিমতো ধমক দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ বৃদ্ধার। এই অভিযোগের তদন্ত এবং নিজের পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে ওই বৃদ্ধা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

এবার খেজুরিতে বিজেপিকে সভার অনুমতি হাই কোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার: আগামী ২ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে বিজেপিকে সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ওই সভায় উপস্থিত থাকার কথা। ওই সভার অনুমতি চেয়ে আবেদন করার পরও পুলিশ সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ না দেওয়ায় টালবাহানার অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। সেই মামলার জেরেই শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বিজেপিকে শর্তসাপেক্ষে ওই সভার অনুমতি দেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ধর্মতলায় অমিত শাহর সভার অনুমতি পুলিশ না দেওয়ায় গত সপ্তাহে একইভাবে আদালতে ধাক্কা খায় রাজ্য সরকার। সেক্ষেত্রেও হাই কোর্ট সভার অনুমতি দেয়। পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে গেরুয়া শিবিরের সভা নিয়েও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। সভার অনুমতি ঝুলিয়ে রাখা নিয়ে এদিন রাজ্যের আইনজীবীকে বিচারপতির প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়। শুক্রবার শর্তসাপেক্ষে খেজুরিতে বিজেপির সভার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট।

নয়ের পাতায়

বিশ্বভারতীর সম্মতি, গ্রিন ট্রাইবুনালের ছাড়পত্রের অপেক্ষা

শান্তিনিকেতনে ফের পৌষমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর : পৌষমেলা হবে। সময়ের অভাবে ছোট করে হলেও হবে। অপেক্ষা শুধু ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের অনুমতি। শুক্রবার, বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল অফিসে মেলা প্রসঙ্গেই দীর্ঘক্ষণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির সদস্যরা। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, রাজ্যপালের নমিনি, রেজিস্ট্রার-সহ বিভিন্ন বিভাগের ৪ জন অধ্যক্ষ-সহ ৮ সদস্য বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। দু’জন সদস্য সরাসরি উপস্থিত না থাকলেও অনলাইনে বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে মেলা করার প্রশ্নে সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিয়েছে কর্মসমিতির অধিকাংশই। তবে হাতের সময় কম থাকার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়। ঠিক হয়, পরিবেশ আদালত থেকে নতুন নির্দেশিকা পাওয়ার পরই তড়িঘড়ি মেলার প্রস্তুতি শুরু করবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বৈঠক করা হবে রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও। বিশ্বভারতীর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘কর্মসমিতির বৈঠক ইতিবাচক। সকলেই পৌষমেলা নিয়ে আশাবাদী। তবে পরিবেশ আদালতের কিছু নিয়ম-বিধি রয়েছে। নির্দেশিকা মিললেই ছোট করে হলেও মেলার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।’

■ শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী উপাচার্য থাকাকালীন শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা বন্ধ হয়েছিল। বিশ্বভারতী থেকে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বিদায় নেওয়ার পরই ২০১৯ সালের পর এবছর পৌষমেলার আয়োজনের তোড়জোড় শুরু হয়। তবে সময়ের অভাবটিও বিবেচনার মধ্যে ছিল। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সাথে শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের বৈঠকে মেলা করার পক্ষেই সদর্থক ছিল দুই পক্ষ।

নয়ের পাতায়